

সূচিপত্র

আপনার প্রয়োজন শুধু আল্লাহকে বলুন!	১১
রুকইয়া শারইয়্যার ধারণা	১২
যে ঝাড়ফুঁক রুকইয়া শারইয়্যা হবে না	১৩
কী কী রোগে রুকইয়া করা যায়?	১৫
কেন রুকইয়া করবেন না?	১৬
রুকইয়ার যৌক্তিকতা ও কার্যকারিতা	১৭
রুকইয়া ফলপ্রসূ হওয়ার শর্ত	১৯
রুকইয়ায় ফল পেতে হলে রুকইয়া কেমন হওয়া উচিত	২০
রুকইয়ায় ফল পেতে অবশ্য-পালনীয় কিছু বিধান	২২
আস্থা হারাবেন না	২৩
রুকইয়ার সাধারণ নির্দেশিকা	২৪
রুকইয়ার পাশাপাশি যা যা প্রয়োজন হতে পারে	২৬
রুকইয়ার অডিও শ্রবণ :.....	২৬
রুকইয়ার গোসল.....	২৭

হিজামা বা কাপিং থেরাপি	২৭
সদাকা করা	২৮
মধু ও কালোজিরা	২৮
সালাত পড়ে দুআ করা (বিশেষত মধ্যরাতের সালাত)	২৯
পূর্বের তাবিজ-কবাচ ও সন্দেহজনক জাদুর বস্তু ধ্বংস করা	৩০
সূরা আ'রাফ : ১১৭-১১৯	৩০
সূরা ইউনুস : ৭৯-৮২	৩১
সূরা ত্বহা : ৬৫-৬৯	৩১
জিনের আসর	৩১
জিনের আসরের লক্ষণ	৩২
রুকইয়ার মাধ্যমে জিনের আসর নির্ণয়	৩৪
কালো-জাদু বা ব্ল্যাক ম্যাজিক	৩৬
জাদুর সাধারণ লক্ষণ	৩৮
রুকইয়ার মাধ্যমে যাদুগ্রস্ত রোগী নির্ণয়	৩৯
জাদুর প্রভাবসমূহ	৪০
জাদু ও জিনের আসরের রোগীর চিকিৎসা	৪১
বদনজর	৪৩
বদনজরের লক্ষণ	৪৪

বদনজর থেকে সুরক্ষার উপায়	৪৫
বদনজরের চিকিৎসা	৪৬
ওয়াসওয়াসা	৪৭
ওয়াসওয়াসা থেকে যেভাবে নিরাপদ থাকবেন	৫১
যাদু-বদনজর-জিনের আসর ও ওয়াসওয়াসার জন্য	৫২
কমন রুকইয়া	৫২
সূরা ফাতিহা	৫৩
সূরা বাকারাহ : ১-৪	৫৪
সূরা বাকারাহ : ১০২	৫৪
সূরা বাকারাহ : ১৬৩-১৬৪	৫৫
সূরা বাকারাহ : ২৫৫	৫৫
সূরা বাকারাহ : ২৮৪-২৮৬	৫৫
সূরা আ ল ইমরান : ১৮-১৯	৫৬
সূরা নিসা : ৫৪-৫৬	৫৭
সূরা আ'রাফ : ৫৪-৫৬	৫৭
সূরা আ'রাফ : ১১৭-১২২	৫৮
সূরা ইউনূস : ৫৭-৫৮	৫৮
সূরা ইউনূস : ৭৭-৮২	৫৮

সূরা হিজর : ৩৪-৩৫	৫৯
সূরা ইবরাহীম : ১৫-১৭	৫৯
সূরা ইবরাহীম : ৪৯-৫১	৫৯
সূরা ত্বহা : ৬৫-৭০	৬০
সূরা কাহাফ : ৩৯	৬০
সূরা মারইয়াম : ৬৮-৭১	৬০
সূরা মুমিনূন : ৯৭-৯৮	৬১
সূরা মুমিনূন : ১১৫-১১৮	৬১
সূরা নূর : ৩৫	৬১
সূরা ফুরকান : ২৩	৬২
সূরা নামল : ৩০-৩১	৬২
সূরা শুআরা : ৪৩-৪৮	৬২
সূরা শুআরা : ৭৫-৮৫	৬২
সূরা সাবা: ১২	৬৩
সূরা সাবা : ৪৮-৪৯	৬৩
সূরা সাফফাত : ১-১০	৬৩
সূরা সাফফাত : ১৫৮-১৫৯	৬৪
সূরা জাসিয়া : ৭-১১	৬৪

সূরা আহকাফ : ২৯-৩২	৬৫
সূরা আর রহমান : ৩১-৩৬	৬৫
সূরা হাশর : ২১-২৪	৬৬
সূরা কলম : ৫১	৬৬
সূরা জিন : ১-১৫	৬৬
সূরা যিলযাল	৬৭
সূরা কাফিরুন	৬৮
সূরা ইখলাস	৬৮
সূরা ফালাক	৬৮
সূরা নাস	৬৮
সাধারণ অসুস্থতার রুকইয়া	৭০
যাবতীয় অনিষ্ট থেকে সুরক্ষার জন্য মাসনুন আমলসমূহ	৭৪
প্রতিদিন সকালে এক শ বার পাঠ করা	৭৫
প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার করে পড়া	৭৫
প্রতিদিন সকাল বিকাল সাতবার করে পড়ুন	৭৫
টয়লেটে যাওয়ার পূর্বে শয়তান থেকে পানাহ চেয়ে দুআ পড়ুন	৭৬

সহবাসের পূর্বে শয়তান থেকে আশ্রয় চেয়ে পড়া উচিত	৭৬
ব্যথার স্থানে হাত রেখে বারবার পড়ুন	৭৬
যে-কোনও সময় ভয় পেলে বলুন	৭৭
মেঘের গর্জনে বা বিদ্যুৎ চমকালে বলুন	৭৭
বেশি বেশি বলুন	৭৮
আর্থ-সামাজিক-ব্যক্তিগত-পারিবারিক যে-কোনও বিপদে পড়ুন	৭৮
দুশ্চিন্তা ও পেরেশানিতে পড়ুন	৭৮
বিবাহের জন্য পড়ুন	৮০
ঘর থেকে বের হওয়ার সময় পড়ুন	৮০
সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ইসতিখারা	৮১

আপনার প্রয়োজন শুধু আল্লাহকে বলুন!

মুমিন-জীবনের সর্বাধিক পাঠিত প্রতিশ্রুতি—

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥٠﴾

‘আমরা শুধু তোমারই ইবাদাত করি এবং তোমারই সাহায্য চাই।’ (সূরা ফাতিহা : ০৫)

এই প্রতিশ্রুতিটি আমরা দিনে কত শত বার পাঠ করছি! অথচ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে আমরা হারহামেশাই শিরকে লিপ্ত হচ্ছি। আমাদের কাছে ইবাদাতের অর্থ যতটুকু না অস্পষ্ট, সাহায্য-প্রার্থনা মানে কী—তা আরও বেশি অস্পষ্ট। আকীদার এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টি আমাদের কাছে অস্পষ্ট হওয়ার কারণেই তাবিজ-কবচ, কুফুরিতন্ত্র ও তাগুতের তোষামোদিতে ভরে গেছে সারা মুসলিম সমাজ আর উপরি-উক্ত প্রতিশ্রুতির বিপরীতে মুমিনদের মাঝে প্রসার ঘটেছে বিভিন্ন ধরনের শিরক ও কুফুরির। অথচ

একজন মুমিনের বিশ্বাস হওয়া উচিত যে, জিন-জাদু-বদনজর ইত্যাদি প্যারানরমাল বিষয়ে এবং জাগতিক যাবতীয় সমস্যায় শুধু আল্লাহর সাহায্য নিতে হবে এবং প্রচলিত সমস্ত কুফুরি শিরক বিদআত পরিহার করতে হবে। আল্লাহ বলেন, ‘যদি শয়তানের পক্ষ থেকে কোনও মন্ত্রণা তোমাকে স্পর্শ করে, তবে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো।’ (সূরা আ’রাফ : ২০০)

রুকইয়া শারইয়্যার ধারণা

রুকইয়ার শাব্দিক অর্থ ফুঁ দেওয়া, ঝাড়ফুঁক করা। তবে পারিভাষিক অর্থে শব্দটিকে আমরা ফুঁ দেওয়া অর্থে ব্যবহার করি না; বরং ‘পাঠ-করা’ অর্থে ব্যবহার করি। অর্থাৎ রুকইয়া মানে রোগী নিজে কুরআন পাঠ করবে কিংবা অন্য কেউ রোগীর কাছে কুরআন পাঠ করবে।

ব্যক্তি যখন শারীরিক, মানসিক, আত্মিক কিংবা জিন, জাদু ও বদনজর ইত্যাদি রোগ থেকে আরোগ্যের প্রত্যাশায় আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল হয়ে নিজে কুরআন পাঠ করে কিংবা অন্য কেউ তাকে পাঠ করে শোনায়, একে আমরা শারঈ রুকইয়া বলি। শারঈ রুকইয়ার মাঝে শুধু কুরআন

নয়, হাদীসে বর্ণিত দুআসমূহও অন্তর্ভুক্ত। রুকইয়ার শাব্দিক অর্থ বিবেচনায় রাকী (যিনি রুকইয়া করান, তাকে রাকী বলা হয়) রুকইয়া পড়ে রোগীকে ঝাড়-ফুক করতে পারে আবার ঝাড়-ফুক না করলেও সমস্যা নেই। জিবরীল আমীন আলাইহিস সালাম রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এর কাছে এসে বললেন, “হে মুহাম্মাদ! আপনি কি অসুস্থতাবোধ করছেন?” রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, “হ্যাঁ।” জিবরীল আমীন আলাইহিস সালাম বললেন,

بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ
حَاسِدٍ ، اللَّهُ يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ

“আল্লাহর নামে আমি আপনাকে রুকইয়া করছি, যে-সমস্ত বিষয় আপনাকে কষ্ট দেয় তা থেকে; সমস্ত মানুষ ও হিংসুকের হিংসার অনিষ্ট থেকে; আল্লাহ আপনাকে সুস্থ করুন; আল্লাহর নামে আপনাকে রুকইয়া করছি।”
(মুসলিম, আস সহীহ : ২১৮৬)

যে ঝাড়ফুক রুকইয়া শারইয়া হবে না

যদি কুরআন-সূন্নাহ ছাড়া অন্য কিছু পাঠ করে রুকইয়া

করা হয়, তা কখনোই শারীআত-সম্মত রুকইয়া বলে গণ্য হবে না। যেমন কুফুরি-কালাম বলা কিংবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও সাহায্য চাওয়া। তবে হ্যাঁ... সরাসরি আল্লাহর কাছে যে-কোনও ভাষায় আরোগ্যের দূআ করে রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে ফুঁ দিলে কোনও সমস্যা নেই। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لَا بَأْسَ بِالرُّقِيِّ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ

"ঝাড়-ফুঁকে কোনও সমস্যা নেই যদি তাতে শিরক না থাকে।" (মুসলিম, আস সহীহ : ২২৬০)

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিরকি রুকইয়া ও তাবিজ-তাওলিয়াকে নিষিদ্ধ করেন। তিনি বলেন,

إن الرقى و التماسم والتولية شرك

"নিঃসন্দেহে (কুরআন-সুন্নাহ-বর্জিত) ঝাড়ফুঁক, তাবিজ ও তাওলিয়া শিরক।" (আহমাদ, আল মুসনাদ : ৩৬১৫)

কী কী রোগে রুকইয়া করা যায়?

রুকইয়া বা কুরআন পড়ে চিকিৎসা নেওয়া যেতে পারে তিন ধরনের রোগের জন্য :

১. শারীরিক রোগের জন্য
২. মানসিক রোগের জন্য
৩. জাদু, জিনের আসর, বদ-নজর ও ওয়াসওয়াসায় আক্রান্ত ব্যক্তির আরোগ্যের জন্য।

কুরআনকে আল্লাহ আরোগ্য বলেছেন। শুধু জিন-জাদু-ওয়াসওয়াসা নয়, আল্লাহ কুরআনে আরোগ্য রেখেছেন অন্তরের ব্যাধির, শারীরিক ব্যাধির এবং মানসিক ব্যাধির। আল্লাহ বলেন, “আমি কুরআনের এমন কিছু আয়াত নাযিল করেছি, যা আরোগ্য এবং রহমত মুমিনদের জন্য।” (সূরা ইসরা : ৮২)

খুবই জরুরি কথা হলো, কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য শারীরিক ও মানসিক আরোগ্য নয়, বরং অন্তরের ব্যাধির নিরাময়। আল্লাহ তা স্পষ্ট করেই বলেছেন। তিনি বলেন, “হে মানুষ! তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং এসেছে অন্তরের ব্যাধির আরোগ্য।” (সূরা ইউনুস : ৫৭)